যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে আমেরিকা, পালটা হুঁশিয়ারি পিয়ংইয়ংয়ের

মস্কো, ১২ অক্টোবর ঃ উত্তর কোরিয়া ধারাবাহিকভাবে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ায় সেদেশের সঙ্গে আমেরিকার পারস্পরিক সম্পর্কে উত্তেজনা আগে থেকেই বেড়েছিল। এবার দু-দেশের মধ্যে যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহলের খবর, পিয়ংইয়ংয়ের 'ঔদ্ধত্য'-র জবাব দিতে এবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে আমেরিকা। আর আমেরিকার মোকাবিলায় প্রস্তুত উত্তর কোরিয়াও। কয়েকদিন আগেই রাষ্ট্রসংঘে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, 'উত্তর কোরিয়ার জন্য একটাই কাজ করতে হবে।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই বার্তা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, উত্তর কোরিয়ার জন্য ট্রাম্পের নীতি কিছুটা আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে। ওয়াশিংটন ডিসির খবর, প্রতিরক্ষা সচিব জেমস ম্যাটিস সহ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। বৈঠকের মূল বিষয় ছিল, ঠিক কোন পদ্ধতিতে উত্তর কোরিয়াকে আটকানো হবে। সরাসরি যুদ্ধের চিন্তাই যে ট্রাম্প ভাবছেন, উত্তর কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী রি ইয়ং হো-র উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তা জানিয়েছে একটি রুশ সংবাদ সংস্থা। রি ইয়ং হো বলেছেন, 'যুদ্ধবাজ ট্রাম্প উন্মাদের মতো যা বলেছেন তার উত্তর আগুনের গোলা দিয়েই দেবে পিয়ংইয়ং।' পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ এবং সুরক্ষিত। সেজন্য আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই।' অস্ত্রশক্তিতে আমেরিকার সমান হয়ে উঠতে কোনো নিষেধাজ্ঞাই যে তা থামাতে পারবে না তা জানিয়েছেন সেদেশের বিদেশমন্ত্রী। রি ইয়ং হো-র মন্তব্য, 'আমরা আমাদের লক্ষ্যের প্রায় শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছেছি। পরমাণু অস্ত্র কাটছাঁট করতে কোনো আলোচনাতেই আমরা বসব না।'

এয়ারটেলের সঙ্গে মিশছে টাটা টেলি সার্ভিসেস

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর ঃ ভারতী এয়ারটেলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল টাটা টেলি সার্ভিসেস। বৃহস্পতিবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে এক বিবৃতিতে এয়ারটেল এবং টাটা টেলি সার্ভিসেস এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, ভারতের ১৯টি সার্কেলে টাটা টেলি সার্ভিসেসের মোবাইল পরিসেবা অধিগ্রহণ করবে এয়ারটেল। তবে এই প্রক্রিয়া যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন টাটাদের মোবাইল পরিসেবা চালু থাকবে। এই চুক্তির জন্য এয়ারটেলকে কোনো টাকা খরচ করতে হবে না। পুরো সংযুক্তি হবে 'ডেট-ফ্রি, ক্যাশ ফ্রি' ভিত্তিতে। উল্লেখ্য, টাটা ডোকোমো ব্র্যান্ডে মোবাইল পরিসেবা প্রদান করে টাটা টেলি সার্ভিসেস। এদিন ভারতী এয়ারটেলের কর্ণধার সুনীল মিত্তাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ভারতের মোবাইল শিল্পের একজোট হওয়ার পথে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অপরদিকে, টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন বলেন, আজকের সিদ্ধান্ত টাটাগোষ্ঠী এবং তার সমস্ত শেয়ারহোল্ডারের কাছে সেরা সমাধান বলে আমাদের বিশ্বাস।

রেহাই কানহাইয়া, হার্দিকের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর ঃ শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে গতবছর কানহাইয়া কুমার, উমর খালিদ সহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা নিয়েছিল তা বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি ভিকে রাও গোটা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। সেইসঙ্গে কানহাইয়া সহ অন্য পড়ুয়ার বক্তব্য শোনারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পড়ুয়াদের বক্তব্য শোনার ৬ সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপিলেট অথরিটিকে যুক্তিযুক্ত নির্দেশ দিতে বলেছে হাইকোর্ট। এদিকে, জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগে প্যাটেলদের সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলনকারী হার্দিক প্যাটেলের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তা আজ প্রত্যাহার করে নিয়েছে গুজরাট সরকার।

হামলার দায় স্বীকার হানিপ্রীতের

পাঁচকুলা, ১২ অক্টোবর ঃ রাম রহিম সিংয়ের সাজা ঘোষণার দিন পাঁচকুলায় হিংসায় উসকানি দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন হানিপ্রীত সিং ইনসান। তিনি জানিয়েছেন, তিনি কেবল হামলার পরিকল্পনাই করেননি, পাশাপাশি জনতাকে উত্তেজিত করতে ভিডিয়ো ক্লিপও ছড়িয়েছিলেন। হানিপ্রীতের বক্তব্যের সমর্থন মিলেছে তাঁর গাড়ির চালক রাকেশ কুমার অরোরা এবং সহযোগী সুখদীপ কাউরের স্বীকারোক্তিতেও। পুলিশি জেরায় রাকেশ জানিয়েছেন, গোলমাল পাকানোর জন্য তার আগেই সিরসার বিভিন্ন জায়গায় কড়কড়ে নোট ছড়ানো হয়। রাকেশ নিজেই বাছাই করা লোকজনের মধ্যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ভাগ করে দেন। সুখদীপ জানান, তিনিও সে দিন হিংসা ছড়াতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আরুষি-হেমরাজ হত্যা মামলায় বেকসুর খালাস পেলেন তলোয়ার দম্পতি

এলাহাবাদ, ১২ অক্টোবর ঃ আরুষি তলোয়ার ও গৃহভৃত্য হেমরাজের হত্যা মামলায় রেহাই পেলেন আরুষির বাবা-মা রাজেশ ও নূপুর তলোয়ার। বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে নয়ডার ওই চিকিৎসক দম্পতিকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে, গাজিয়াবাদের এক বিশেষ সিবিআই আদালত আরুষির বাবা-মাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। সেই রায়ের বিরুদ্ধে তলোয়ার দম্পতি এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জানান। ওই হত্যাকাণ্ডের পর ৯ বছর পার হলেও এখনও খুনির পরিচয় রহস্যের আড়ালেই থেকে গেল।

২০০৮ সালের ১৬ মে নয়ডার জলবায়ু বিহারে নিজের বাড়িতে খুন হয় ১৪ বছরের কিশোরী আরুষি তলোয়ার। ঘরের ভিতর থেকে তার গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়। সেই সময় নিখোঁজ ছিল তলোয়ারদের পরিচারক হেমরাজ। ফলে হেমরাজকেই আরুষির সম্ভাব্য খুনি বলে সন্দেহ করেছিল পুলিশ। কিন্তু একদিন পরে ওই বাড়ির ছাদে জলের ট্যাংক থেকে হেমরাজের দেহ উদ্ধার হয়। দেখা যায়, আরুষি ও হেমরাজকে প্রায় একইভাবে খুন করা হয়েছে এবং দুটি খুনই হয়েছে 'পাকা শল্যবিদের দক্ষতা'য়। হত্যার সপ্তাহখানেক বাদে তদন্তের দায়িত্ব নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। অভিযোগ ওঠে, নিজের মেয়ে আরুষিকে খুন করেছেন রাজেশ ও নূপুর। কিন্তু কারণ? তদন্তকারীদের বক্তব্য ছিল, বাড়ির রাঁধুনি কাম কর্মচারী হেমরাজের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল আরুষির। সেই সম্পর্ক নজরে এসেছিল তলোয়ার দম্পতির। এর পর পারিবারিক সম্মান বজায় রাখতে তাঁরা পরিকল্পনামাফিক আরুষি ও হেমরাজকে খুন করেছিলেন বলে সিবিআইয়ের অভিযোগ ছিল। গাজিয়াবাদের সিবিআই আদালতে মামলা শুরু হয়। ২০১৩ সালে আরুষি হত্যা মামলায় তলোয়ার দম্পতিকে দোষী সাব্যস্ত করে সিবিআই আদালত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তলোয়ার দম্পতির। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা করেন রাজেশ ও নূপুর। এদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি বিকে নারায়ণ এবং একে মিশ্রর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, নয়ডার জোড়া খুনে অভিযুক্ত তলোয়ার দম্পতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আনুষঙ্গিক নথিপত্র যথেষ্ট মজবুত নয়। তাই ওই দুটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তলোয়ার দম্পতিই যুক্ত ছিলেন কিনা, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। সেই কারণে অভিযুক্ত রাজেশ-নূপুরকে বেকসুর খালাস দেওয়া হচ্ছে। এখন দাসনা জেলে বন্দি আছেন রাজেশ ও নূপুর। খুব শীঘ্রই জেল থেকে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। তবে সিবিআই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে যেতে পারে বলেও অনুমান করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, আরুষি হত্যা মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হলেন মৃত কিশোরীর বাবা-মা রাজেশ ও নূপুর তলোয়ার। কিন্তু নয়ডার চাঞ্চল্যকর জোড়া খুনের নেপথ্যে কে, তা ঘটনার প্রায় এক দশক বাদেও জানা গেল না। ঘটনা পরম্পরা থেকে বেশিরভাগ মানুষেরই বিশ্বাস, জোড়া খুনের কুশীলব চিকিৎসক দম্পতি ছাড়া কেউ নন। পারিবারিক সম্মান রক্ষা করতে অথবা পারিবারিক গুপ্তকথা ফাঁস হয়ে যাওয়া আটকাতে আরুষিকে খুন করা হয়েছিল বলে এখনও অনেকের ধারণা। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়েও সেই জল্পনা কতটা স্তিমিত হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে আদালত তাঁদের মুক্তি দিলেও খুনির পরিচয় সম্পর্কে রহস্য থেকেই গেল।

আরুষি মামলায় কখন কী

- ২০০৮-এর ১৬ মে আরুষির গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয় তার বেডরুম থেকে। একদিন বাদে আরুষিদের বাড়ির জলের ট্যাংক থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার হয় হেমরাজের।
- পরিবারেরই কেউ খুন করে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করে পুলিশ। ২৩ মে রাজেশ তলোয়ার গ্রেফতার হন।
- ওই বছরেরই ৩১ মে জোড়া খুনের তদন্তের ভার নেয় সিবিআই। ২০০৯-এ সিবিআইয়ের নতুন একটি তদন্তকারী দল আরুষি মামলার ভার নেয়। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে রাজেশ তলোয়ারকেই সম্ভাব্য খুনি হিসেবে চিহ্নিত করে তারা।
- ২০১৩-র ২৬ নভেম্বর তলোয়ার দম্পতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২০১৪-এর ২১ জানুয়ারি সিবিআই আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করেন তাঁরা।

রোহিঙ্গাদের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য নেবে হাসিনা সরকার

ঢাকা, ১২ অক্টোবর ঃ মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের সহায়তা করতে বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য নেবে বাংলাদেশ। ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভার সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনি জানান, বিশ্ব ব্যাংকও তাঁদের সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। তবে কী ধরনের সাহায্য প্রদান করবে, তা এখনও স্থির হয়নি। বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই সাহায্যের ধরন ও পরিমাণ ঠিক করা হবে। অন্যদিকে, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে আলোচনা করতে মায়ানমার যাচ্ছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, আগামী ২৩ অক্টোবর দু-দিনের সফরে মায়ানমার যাচ্ছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। মূলত রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে আলোচনা করতেই এই সফর বলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো এবং এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে আলোচনা করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।' তবে রোহিঙ্গা সংকট ছাড়াও দ্বিপাক্ষিক কয়েকটি বিষয়েও মায়ানমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন আসাদুজ্জামান। তাঁর সঙ্গে এই সফরে দুই সচিব, পুলিশ প্রধান, উপকূল আধিকারিক এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের প্রধানও থাকবেন বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ সরকার যেভাবে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তার প্রশংসা করেছেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা। রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশকে সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন। বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগী সংস্থা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) ইতিমধ্যে 'রিফিউজি ফান্ড' নামে একটি তহবিল গঠন করেছে। সেখান থেকেই বাংলাদেশকে সাহায্য করা হবে বলে জর্জিয়েভা জানিয়েছেন। আইডিএ-র এই তহবিল থেকে যে কোনো দেশ তিন বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ ৪০ কোটি ডলার ঋণ নিতে পারে। তবে এর জন্য সুদ দিতে হয়। বাংলাদেশকেও এরকম কোনো ঋণ দেওয়া হবে কিনা বা কত টাকা দেওয়া হবে তা এখনই নিশ্চিত করেননি জর্জিয়েভা। তবে তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল শীঘ্রই বাংলাদেশে যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন। অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে গিয়ে রোহিঙ্গাদের অবস্থা বিবেচনা করে এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলেই সাহায্যের ধরন ও পরিমাণ স্থির করবে।

খালেদার বিরুদ্ধে দুটি পরওয়ানা

ঢাকা, ১২ অক্টোবর ঃ বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে একই দিনে দুটি গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হল। জিয়া অনাথাশ্রম ট্রাস্টের দুর্নীতি ও জাতীয় পতাকা অবমাননা—এই দুটি পৃথক মামলাতেই বৃহস্পতিবার খালেদার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করা হয়েছে। জিয়া অনাথাশ্রম ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলাটি উঠেছিল ঢাকার বিশেষ আদালত-৫-এ। মামলার শুনানিতে হাজিরা না দেওয়ার জন্যই এই আদালতের বিচারক খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করেন। অন্যদিকে, এই একই কারণে জাতীয় পতাকা অবমাননার মামলাতেও খালেদার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করেন ঢাকার নগর-দায়রা বিচারক।

ফের জেলে শশীকলা

চেন্নাই, ১২ অক্টোবর ঃ একদা এআইএডিএমকে নেত্রী শশীকলার প্যারোলে ছুটির মেয়াদ শেষ হয়েছে। তাই পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে বৃহস্পতিবার বিকালেই জেলে ফিরে গেলেন তিনি। বেঙ্গালুরুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি সোমাশেখর বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ জেলে ফিরে আসেন শশীকলা।' তিনি প্যারোলে ছুটিতে থাকার সময়েও কোনো গণ্ডগোল হয়নি বলে সোমাশেখর জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত শশীকলা বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা অগ্রহারা জেলে বন্দি। সম্প্রতি তাঁর স্বামী কিডনি ও লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য হাসপাতালে ভরতি হন। স্বামীকে দেখাশোনার জন্য প্যারোলে ছুটি পান তিনি।

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম-বিশ্বস্ত ভারত বিখ্যাত ডাক্তার ও India No 1 Topmost best Sex চিকিৎসা।
সহবাসে অক্ষমতা, স্বপ্নদোষ, ক্ষুদ্রলিঙ্গ ধাতু পাতলা, শীঘ্রপতন ১০০% গ্যারান্টী সুচিকিৎসা
৭০ বছরেও ভরপুর যৌবন শক্তি-সেই আগের মত
No side Effect প্রথম দিন থেকেই কাজ শুরু - অল্প খরচে
AMERICAN MEGA লিঙ্গ বর্ধক যন্ত্র ও তেল যা ব্যবহারে লিঙ্গ 7-10 ইঞ্চি লম্বা, মোটা ও শক্তিশালী হয় সেক্স টাইম 30-40 মি. বাড়ে
T&C Apply*
আনন্দ হার্বাল™
শিলিগুড়িঃহিলকার্ট রোড, SBI বিল্ডিং-এর পাশে
7479334069/ 8158817822

বিগত ২১ বছরের বিশ্বস্ত ক্লিনিক
প্রায় ১০ লক্ষ রোগী উপকৃত
৭৫ বছর বয়সেও ভরপুর যৌবনের শক্তি
১০০% গ্যারান্টি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু।
ভারত বিখ্যাত ডাক্তারের পরামর্শে সবচেয়ে স্পেশাল ও দ্রুত কার্যকরী ঔষধ, একমাত্র সেবা হারবাল ছাড়া অন্য কোন হারবালে নেই।
সেক্স সমস্যা
সহবাসে অক্ষমতা
শীঘ্রপতন, লিঙ্গশিথীলতা
লিঙ্গ/সরু/বাঁকা, স্বপ্নদোষ
ধাতুপাতলা, শুক্রাণুস্বল্পতা
American Vega লিঙ্গ বর্ধক যন্ত্র-
লিঙ্গকে ৬"-১১"* লম্বা-মোটা দৃঢ় এবং ৩০-৫০ মিনিট সেক্স টাইম বৃদ্ধির উপযোগী। তেল ফ্রি*
সেবা হারবাল®
ISO 9001 : 2008 Certified Clinic
শিলিগুড়ি ঃ পানিট্যাঙ্কি মোড়- 9933545917

সব বিজ্ঞাপন দেখুন, তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।
চিকিৎসা করাতে হলে ডাক্তারের নাম দেখে চিকিৎসা করান
সুচিকিৎসার জন্য ভেলোর, চেন্নাই বা কলকাতাতে ছুটতে হবে না
এখন কোচবিহারে ভারত বিখ্যাত আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ
"সিনিয়র আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল অফিসার"
ডাঃ সুপ্রকাশ কুন্ডু
১৭ বছর ধরে লক্ষাধিক রোগী উপকৃত
নার্ভের দুর্বলতা, কিডনি, লিভার, বাত, সোরাইসিস, শ্বেতী ও অনান্য চর্মরোগ, অর্শ, চুল, পেটের রোগ, হাঁপানি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, শীঘ্রপতন, লিঙ্গ শিথিলতা/ক্ষুদ্রতা সহ যে কোনো যৌন সমস্যার ১০০% সুচিকিৎসা
স্থান: আত্রেয় আয়ুর্বেদ
তেঁতুলতলা মোড়, বিশ্বসিংহ রোড, কোচবিহার
☎ 98324 40355 / 03582 226995
ফোনে যোগাযোগ করে আসুন

বিহারের ২৫ বিধায়ককে নোটিশ আয়কর দপ্তরের

পাটনা, ১২ অক্টোবর ঃ দুর্নীতির সঙ্গে আপস করবেন না বলে মহাজোট ভেঙে বিজেপি-র সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। অথচ ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে জেডিইউ ও বিজেপি-র একাধিক প্রাক্তন এবং বর্তমান বিধায়কের হিসাববহির্ভূত সম্পত্তির হদিশ পাওয়ায় তাঁদের নোটিশ পাঠাল আয়কর দপ্তর। নোটিশ পাঠানো হয়েছে আরজেডি এবং কংগ্রেসের বেশ কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়ককেও।

আয়কর দপ্তর জানিয়েছে, শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে মোট ২৫ জন বিধায়কের সম্পত্তি ওই দুটি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে ২০০ শতাংশ বেড়েছে। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এই সম্পত্তির জন্য তাঁদের ৩০০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে নির্বাচনের আগে হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে নির্বাচন কমিশন যদি এই বিধায়কদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাহলে তাঁরা বিধানসভার সদস্যপদও খোয়াতে পারেন। বিহারের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অজয় ভি নায়েক জানিয়েছেন, আয়কর দপ্তরের রিপোর্ট না দেখে তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। নায়েক বলেন, 'আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো রিপোর্টের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করতে পারি না। কারণ নির্বাচন মিটে যাওয়ার ৪৫ দিন পর্যন্ত নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো যায়। তবে কেউ যদি আয়কর দপ্তরের ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালতে মামলা করে তাহলে কমিশন ব্যবস্থা নেবে।'

আয়কর দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, তাঁরা ২৪৩ জন বিধায়কের নির্বাচনি হলফনামা খতিয়ে দেখেছেন। এই বিধায়কদের মধ্যে ৫০ জনের ব্যাপারে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা যথেষ্ট সন্দেহজনক। এই ৫০ জন বিধায়কের মধ্যে ২৫ জনের সম্পত্তি ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কীভাবে এই সম্পত্তি বৃদ্ধি হল তার কোনো সদুত্তর ওই বিধায়করা দিতে পারেননি বলে আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর। এই বিধায়কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মধুবনীর বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী রানা রণধীর, শেওহরের জেডিইউ বিধায়ক শরফুদ্দিন, লক্ষ্মীসরাইয়ের বিজেপি বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহা, নওয়াদার আরজেডি বিধায়ক রাজবল্লভ প্রসাদ, পাতেপুরের আরজেডি বিধায়ক প্রেমা চৌধুরি এবং গোবিন্দপুরের কংগ্রেস বিধায়ক পূর্ণিমা যাদব।

ইলাহাবাদ বৈংক
বিশ্বাস কী পরম্পরা
ALLAHABAD BANK
A tradition of trust
www.allahabadbank.in
শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল নোটিশ

ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ সহযোগে পঠিত সেকশন ১৩(২) এবং ১৩ (১২)-এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, অনুমোদিত অফিসার এর পরে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে উল্লেখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থাঙ্ক পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঋণগ্রহীতারা অর্থাঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি (সমূহের) প্রতিটি অ্যাকাউন্টে উল্লেখিত তারিখ সমূহে রুলস ৮ ও ৯ সহযোগে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩ (৪)-এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতাকে নির্দিষ্টভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে লেনদেন নিম্নে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে বর্ণিত অর্থাঙ্ক এবং সুদের জন্য এলাহাবাদ ব্যাংকের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতার নাম ঘ) ডিরেক্টর (গণ/জামিনদারের (গণ) নাম	চার্জযুক্ত/বন্ধকী সম্পত্তির (সম্পত্তির সকল এবং অপরিহার্য অংশ) বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখে বকেয়া থাকার অর্থাঙ্ক গ) দখল নোটিশের তারিখ
ক) শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ খ) মেঃ মা সারদা রেসিডেন্সি (পি) লিমিটেড গ) মেঃ সারদা রেসিডেন্সি (পি) লিঃ ঘ) শ্রী রাকেশ, শ্রী বাস্তব, শ্রীমতী সবিতা শ্রীবাস্তব ও শ্রীমতী নন্দিতা সেনগুপ্ত	**মেঃ মা সারদা রেসিডেন্সি (পি) লিঃ-এর নামে** যার টাইটেল ডিড নং I-৪৪৩৫ তাং ২৯.০৭.২০০৯, সম্পত্তির প্রকৃতি ঃ বাস্তু, জমির আয়তন ২.৬৬ একর, প্লট নং ২০৬ (সাবেক) ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৮, ৫১৯ (নতুন) খতিয়ান নং ১০৭৬, ১০৭৭, ১০৭৮ (সাবেক), ২৫৭৪ (নতুন) মৌজা-ভীমরাম, জে এল নং-৩২, থানা-নকশালবাড়ি, জেলা- দার্জিলিং। দ্বারা আবদ্ধ ঃ উত্তরে- ভেন্ডারের জমি দ্বারা, দক্ষিণে-বনভূমি দ্বারা, পূর্বে-নিগম হালদারের জমি দ্বারা এবং পশ্চিমে- পিডব্লিউডি জমি দ্বারা	ক) ২৯.০৫.২০১৭ খ) টাঃ ৭,৬১,৫৭,৩৪৭.০০ (সাত কোটি একষট্টি লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশত ও সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) গ) ১০.১০.২০১৭
	সবিতা শ্রীবাস্তবের নামে ১। টাইটেল ডিড নং I-২৫০ তাং ১৮.০৩.২০০৪, সম্পিত্তির প্রকৃতি-আবাসিক, জমির আয়তন ৬.২২ একর, প্লট নং ৪৩৯/৪৯৭, ৩০২, ৩০৭ এবং ৩৫৬ (সাবেক), ৫৫৮, ৫৫৯, ৭৭০, ৭৭৩ (এলআর) খতিয়ান নং ২৫/১ (সাবেক), ২৮৯ (নতুন)। মৌজা- যোগীভিটা, জেএল নং-৫৮, থানা-মাটিগাড়া, জেলা-দার্জিলিং। দ্বারা আবদ্ধ ঃ উত্তরে খাস জমি দ্বারা, দক্ষিণে-অশোককুমার যাদবের জমি দ্বারা, পূর্বে নাচিন্দাপুর টি এস্টেট দ্বারা এবং পশ্চিমে- ধর্মেন্দ্র প্রসাদের জমি দ্বারা। ২। টাইটেল ডিড নং I-১৫১৩ তাং ২৩.০২.২০১৫, জমির আয়তন-৪.১০ ডেসিমেল, প্লট নং ৪৫৮,৫৩০, ৫৩৭। খতিয়ান নং-৬১/৩, ৬১/৪ মৌজা-মণ্ডলগুড়ি, জেএল নং ১০৭, থানা প্রধাননগর, জেলা-দার্জিলিং। দ্বারা আবদ্ধ ঃ উত্তরে-৮ ফুট চওড়া এমসি রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে-আর শ্রীবাস্তবের জমি দ্বারা, পূর্বে-জওহরলাল শা-র জমি দ্বারা এবং পশ্চিমে-বিদ্যা দেবীর জমি দ্বারা। ৩) টাইটেল ডিড নং ১৫১৪ তাং ২৩.০২.২০১৫, জমির আয়তন-৪.১০ ডেসিমেল, প্লট নং ৪৫৮, ৫৩০, ৫৩৭, খতিয়ান নং ৬১/৩, ৬১/৪ মৌজা-মণ্ডলগুড়ি, জেএল নং ১০৭, থানা-প্রধাননগর, জেলা ঃ দার্জিলিং। দ্বারা আবদ্ধ ঃ উত্তরে ৮ ফুট চওড়া এমসি সড়ক দ্বারা, দক্ষিণে ঃ আর শ্রীবাস্তবের জমি দ্বারা, পূর্বে-জওহরলাল শাহ-র জমি দ্বারা এবং পশ্চিমে-সুরজ প্রসাদের জমি দ্বারা। ৪) টাইটেল ডিড নং I-১৫২০ তাং ২৪.০২.২০১৫, জমির আয়তন ৪.২০ ডেসিমেল, প্লট নং ৪৫৮, ৫৩০, ৫৩৭। খতিয়ান নং ৬১/৩, ৬১/৪, মৌজা-মণ্ডলগুড়ি, জেএল নং ১০৭, থানা-প্রধাননগর, জেলা ঃ দার্জিলিং। দ্বারা আবদ্ধ ঃ উত্তরে-৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে-আর শ্রীবাস্তবের জমি দ্বারা, পূর্বে-জওহরলাল শাহ-র জমি দ্বারা এবং পশ্চিমে- ভেন্ডিারের জমি দ্বারা।	
	রাকেশ শ্রীবাস্তবের নামে যার ১) টাইটেল ডিড নং I-৪৪২৫ তাং ২৮.০৫.২০০৪, সম্পত্তির প্রকৃতি-আবাসিক,জমির আয়তন-০.১৪৯ একর, প্লট নং ৪৫৮, ৫৩০, ৫৩৭ (এল আর), খতিয়ান নং ৬১/৩, ৬১/৪, মৌজা-মণ্ডলগুড়ি, জেএল নং (৮৫) ১০৭, থানা-মাটিগাড়া, জেলা-দার্জিলিং। দ্বারা আবদ্ধ ঃ উত্তরে-রাম প্রসাদের জমি দ্বারা, দক্ষিণে-অভয়নারায়ণ প্রসাদের জমি দ্বারা, পূর্বে- জওয়াহির শাহর জমি দ্বারা এবং পশ্চিমে-বিদ্যা দেবীর জমি দ্বারা। ২) টাইটেল ডিড নং I-৭৫৬২ তাং ৩০.১২.২০০৯ সম্পত্তির প্রকৃতি-আবাসিক, জমির আয়তন-০.০৮৪ একর, প্লট নং ৪৫৮, ৫৩০, ৫৩৭ (এল আর), খতিয়ান নং ৬১/৩, ৬১/৪, মৌজা মাটিগাড়া, জেএল নং ১০৭, মৌজা মণ্ডলগুড়ি, থানা ঃ মাটিগাড়া, জেলা ঃ দার্জিলিং। দ্বারা আবদ্ধ ঃ উত্তরে-সুরজ প্রসাদের জমি দ্বারা, দক্ষিণে-জহর শা-র জমি দ্বারা, পূর্বে-অভয়নারায়ণ প্রসাদের জমি দ্বারা এবং পশ্চিমে-বিদ্যা দেবীর জমি দ্বারা।	

স্থান ঃ শিলিগুড়ি
তারিখ ঃ ১২.১০.২০১৭
অনুমোদিত অফিসার
এলাহাবাদ ব্যাংক

'প্রমাণ থাকলে জয় শা-র বিরুদ্ধে তদন্ত হবে'

ভুপাল, ১২ অক্টোবর ঃ অমিত শা-র ছেলে জয়ের ব্যাপারে বিজেপির ভিন্ন অবস্থান নিল আরএসএস। সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যদি কারোর বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে তাহলে তার বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। তবে তদন্তের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার প্রাথমিক তথ্য-প্রমাণ থাকতে হবে। বৃহস্পতিবার ভুপালে অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের বৈঠকের ফাঁকে আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবালেকে জয় শা-র বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তার জবাবে হোসাবালে বলেন, যাঁরা জয় শা-র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন, অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্বও তাঁদের। আরএসএস যাই বলুক না কেন, কংগ্রেস কিন্তু জয়ের ব্যাপারে সুর নামাতে নারাজ। অমিত-পুত্রের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলে দলের মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বলেন, বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার জন্য সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তরকে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ জয়ের বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধে জয়ের সংস্থাকে ১৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রিয়াঙ্কা। এদিকে আরএসএসে মহিলাদের স্থান নেই বলে কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধি যে কটাক্ষ করেছেন, তার প্রবল সমালোচনা করেছেন সংঘ নেতা মনমোহন বৈদ্য। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধি যদি মহিলাদের দেখতে চান তাহলে বরং মহিলা হকি দলের খেলা দেখুন। খেলাধুলোয় পুরুষদের সঙ্গে মহিলারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না।

ইউনেসকো থেকে সরে দাঁড়াল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন, ১২ অক্টোবর ঃ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অতি মাত্রায় কড়া অবস্থান নিচ্ছে ইউনেসকো। এই অভিযোগ তুলে মার্কিন প্রশাসন আপাতত সরে দাঁড়াল রাষ্ট্রসংঘের ওই সংস্থাটি থেকে। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, ইউনেসকো ইজরায়েলের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে তা মেনে নেওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, তারাই ইউনেসকো-কে সবচেয়ে বেশি টাকার জোগান দেয়। অথচ তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মার্কিন প্রশাসনের সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ হল, প্যালেস্তাইন সম্পর্কে ইউনেসকোর মনোভাব নিয়ে। প্যালেস্তাইন প্রসঙ্গ এলেই নাকি ইউনেসকো ইজরায়েলকে নীচু নজরে দেখে। মার্কিন প্রশাসনের ধারণা, ইউনেসকোয় আরব দুনিয়ার ভোট বেশি বলেই এই বৈষম্য দেখায় তারা। মার্কিন প্রশাসনের মুখপাত্র হেদার নওরাট জানিয়েছেন, ইউনেসকোর প্যারিস দপ্তরে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কিন্তু ওয়াশিংটনে একটি পর্যবেক্ষণ মিশন তৈরি করা হবে। তবে আপাতত ইউনেসকো থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নড়চড় হচ্ছে না।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস
ই-টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

কমান্ডার ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার, এইচকিউ ১৩৬ ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার, প্রযত্নে ৯৯ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিঙ্গল স্টেজ দুই কভার দর পদ্ধতিতে অনলাইন আইটেম হার/শতকরা হার/থোক দর আহ্বান করছেন ঃ-

ক্রঃ সঃ	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত ব্যয় টাকায়	সম্পূর্ণ করার মেয়াদ	টেন্ডার আইডি
১	জিই সুকনার অধীন সুকনা মিল স্টেশনে র‍্যাশন, ক্লোদিং, মোব ও রেজিমেন্ট স্টোর্স (বিল্ডিং নং টি-১৯) এর বিশেষ মেরামত এবং বিবিধ ই/এম কাজ।	টাঃ ৯৫.৭০ লক্ষ	১৮২ দিন	২০১৭_এমইএস_১৩৯৫৯১_।

বিশদে জানতে ওয়েবসাইট eprocurementmes.gov.in/eprocure.gov.in দেখুন।
দ্রষ্টব্য ঃ
১। সংবাদপত্রে প্রকাশিত দর আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি টেন্ডার/দরপত্রের নোটিশের অঙ্গ হবে না।
২। টেন্ডারের ধরন (থোক/আইটেম রেট ইত্যাদি) সেইভাবে প্রযোজ্য হবে এবং দর পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হবে যেভাবে গ্রহণকারী আধিকারিক সিদ্ধান্ত নেবেন।
davp 10102/11/1305/1718

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস
ই-টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

কমান্ডার ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার, এইচকিউ ১৩৬ ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার, প্রযত্নে ৯৯ এপিও ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিঙ্গল স্টেজ দুই খাম দর পদ্ধতিতে অনলাইন আইটেম হার/শতকরা হার/থোক দর আহ্বান করছেন ঃ-

ক্রঃ সঃ	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত ব্যয় টাকায়	সম্পূর্ণ করার মেয়াদ	টেন্ডার আইডি
১	জিই ৮৬৭ ইডব্লিউএসের অধীন রেহনকে হাসপাতালের এ-২৪ এ এবং বিল্ডিং নং পি-২০১(রন্ধন গৃহ)-এর বিশেষ মেরামত।	টাঃ ৩৬.৪০ লক্ষ	১৮২ দিন	২০১৭_এমইএস_১৪০১৩৬_১।
২	জিই ৮৬৭ ইডব্লিউএসের অধীন দালাপচান্দে বিল্ডিং নং পি-১৯৫, পি-১৯৫ এ, পি-৫০৬, টি-৫০৭, টি-৫৫৮, টি-৬৩৩, পি-২০০ ও পি-১৯৩-এর বিশেষ মেরামত।	টাঃ ২১.৩০ লক্ষ	১৮২ দিন	২০১৭_এমইএস_১৪০১২৮_১।

বিশদে জানতে ওয়েবসাইট eprocurementmes.gov.in/eprocure.gov.in দেখুন।
দ্রষ্টব্য ঃ
১। সংবাদপত্রে প্রকাশিত দর আহ্বায়ক নোটিশ টেন্ডার/দরনথিপত্রের নোটিশের অংশ হবে না।
২। টেন্ডারের ধরন (থোক/আইটেম রেট ইত্যাদি) তেমনই প্রযোজ্য হবে এবং দর পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হবে যেভাবে গ্রহণকারী আধিকারিক কর্তৃক নির্ণীত হবে।
davp 10102/11/1306/1718